Cosmo School

নবম ও দশম শ্রেণি

বাংলা ১ম পত্র

আমি কোনো আগন্তুক নই

জন্মভূমির সঙ্গে প্রতিটি মানুষের আজীবনের সম্পর্ক। এর সব কিছুই তার চেনা ও জানা। কবির ক্ষেত্রেও তাই। তিনি যেমন জন্মভূমির আসমানের তারা, জমিনের ফুল, জোনাকি, পুকুর, মাছরাঙাকে চেনেন, তেমনি তারাও তাঁকে চেনে। পাখি, কার্তিকের ধানের মঞ্জরি কিংবা শুধু তার চিরোল পাতার টলমল শিশির নয়, এই জনপদের মানুষও তাঁকে ভালোভাবে চেনে। কারণ তাঁর অস্তিত্ব এই জন্মভূমির গভীরে প্রোথিত।

কবি মনে করেন জন্মভূমির সঙ্গে মানুষের আজীবনের সম্পর্ক। এই জন্মভূমির গভীরে যে তাঁর শিকড় প্রোথিত সেটা বোঝাতে তিনি আসমানের তারা, জমিনের ফুল, রাতের বাঁশ বাগান, অসংখ্য জোনাকিকে যেমন সাক্ষী করেছেন, তেমনি সাক্ষী করেছেন জারুল, জামরুল গাছ, পুবের পুকুর, ঝাকড়া ডুমুরের ডাল আর মাছরাঙা পাখিকে। জন্মভূমির সৌন্দর্য যে কবিকে কতটা মুগ্ধ করেছে তা বোঝাতে গিয়ে তিনি আরো বলেছেন যে জন্মভূমির খর রৌদ্র, জলজ বাতাস, মেঘ ক্লান্ত বিকেলের পাখি, কার্তিকের ধানের মঞ্জরি, জ্যোৎস্নার চাদরে ঢাকা নিশিন্দার ছায়া, ধান ক্ষেত, নদীর কিনার ইত্যাদি তাঁর অস্তিত্বে শিড়ক গেড়ে বসে আছে। জন্মভূমির এই সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ এক অবোধ বালক তিনি।

তাঁর কাছে দেশ মানে শুধু চারপাশের প্রকৃতি নয়। তিনি বিশ্বাস করেন জন্মভূমির সঙ্গে প্রতিটি মানুষের আজীবনের সম্পর্ক। এর সব কিছুই তাঁর অনেক চেনা ও জানা। জন্মভূমির মধ্যে শিকড় গেড়ে থেকেই মানুষ তাই সমগ্র দেশকে আপন করে পায়। তিনি মনে করেন, দেশকে অনুভব করলেই দেশের মানুষকেও আপন মনে হবে। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন এ দেশের প্রকৃতি ও মানুষকে তিনি যেমন চেনেন, তারাও ঠিক তেমনিভাবে তাঁকে চেনে। তাই তিনি কদম আলী, অভাবী শ্রেণির প্রতিনিধি জমিলার মায়ের মতো মানুষের চিরচেনা স্বজন। কবি অনুভব করেন, যে লাঙল জমিতে ফসল ফলায়, সেই লাঙল আর মাটির গন্ধ লেগে আছে তাঁর হাতে, শরীরে। ধানক্ষেত, ধু ধু নদীর কিনার অর্থাৎ এই গ্রামীণ জনপদের সঙ্গেই তাঁর জীবন বাঁধা। এই হচ্ছে তাঁর অস্তিত্ব।

প্রশ্ন: কবি জমিলার মার রান্নাঘর কিভাবে চেনেন? ব্যাখ্যা করো।

প্রশ্ন: 'আমি এই উধাও নদীর মুগ্ধ এক অবোধ বালক।' –কবি কেন একথা বলেছেন ?